এলাকা সংবাদ

খাগড়াছড়িতে কঠিন চীবর দানোৎসব চলাকালে সেনা সদস্য কর্তৃক ৬ জন আটক

গত ৪ নভেম্বর ২০০৪ খাগড়াছড়ির পেরাছড়াস্থ আর্য বনবিহারে বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কঠিন চীবর দান চলার সময় সেনা সদস্যরা মন্দিরের গেট থেকে ৬ জন উপাসককে গ্রেফতার করেছে। তাদের মধ্যে পরে একজনকে ছেড়ে দিলেও বাকি ৫জনকে সেনারা খাগড়াছড়ি ব্রিগেড ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের ওপর অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়।

পরদিন অর্থাৎ ৫ নভেম্বর পেরাছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভারঞ্জু দেওয়ান ও সদস্য মন চাকমা খাগড়াছড়ি সদর জোন কমান্ডারের কাছে গিয়ে আটককৃতদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন।

সেনারা গ্রেফতারের কোন কারণ দেখায়নি। মন্দিরে আসা অন্যান্য উপাসকদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের দেহ তল্লাশী করা হয়।

কঠিন চীবর দান হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব, যা শ্রদ্ধেয় বনভান্তে পুনঃপ্রবর্তন করেন। এবারের উৎসবে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ নরনারী আর্য বনবিহারে জড়ো হন। ৪ ও ৫ নভেম্বর দুই দিন ধরে এই উৎসব চলে। কিন্তু উৎসবে যোগ দিতে আসা নিরীহ লোকদের গ্রেফতার ও হয়রানির কারণে এবারের উৎসব অনেকটা ম্লান হয়ে যায়। অনেকে উৎসব শেষ হওয়ার আগেই তড়িঘড়ি করে বাড়ি চলে যান, আবার অনেকে গ্রেফতার ও হয়রানির ভয়ে উৎসবে অংশগ্রহণ করেননি।

খাগড়াছড়ি ব্রিগেডের মেজর সামাদ এই গ্রেফতারের নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে। তার নির্দেশেই সেনা সদস্যদের ৩০ জনের দলটি বিহারে গিয়ে উৎসবে আগতদের হয়রানি ও গ্রেফতার করে। কিন্তু কি কারণে এই ধরনের নির্দেশ দেয়া হয় তা জানা যায়নি।

খাগড়াছড়ির লোকজন সেনা সদস্যদের এই আচরণকে ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বাধাদান, মন্দিরে হামলা, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হয়রানি এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে অহরহ ঘটে চলেছে। গত বছর আগস্ট মাসে মহালছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে অগ্নি সংযোগের সময় বৌদ্ধ মন্দিরেও সেটেলাররা হামলা চালায় ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাঞ্ছিত করে। তারও আগে ২০০০ সালে দিঘীনালার বাবুছড়ায় একটি বৌদ্ধ বিহারে সেনা ও সেটেলাররা যৌথভাবে হামলা চালিয়েছিল।

গত ৪ নভেম্বর সেনা সদস্যদের হাতে গ্রেফতারকৃতদের পরিচয় পাওয়া গেছে। এরা হলো পেরাছড়ার ত্রিদিশ চাকমা (১৭) পিতা ছন্দক চাকমা, নকুল চন্দ্র চাকমা (২০) পিতা জ্যোতিন্দ্র চাকমা, লালন জীবন চাকমা (২০) পিতা চন্দ্র শেখর চাকমা ও পূর্ণ জীবন চাকমা (১৮) পিতা চন্দ্র শেখর চাকমা; ভাইবোন ছড়া মৌজার গাছ বান এলাকার ২ নং প্রকল্প থেকে আপন প্রিয় চাকমা (১৮) পিতা মানিক ধন চাকমা ও নিউটন চাকমা (১৯) পিতা কালাধন চাকমা।

পানছড়ির জগপাড়ায় সেনা অভিযান, ১৪ নিরীহ ব্যক্তি প্রহৃত

৮ নভেম্বর ২০০৪, সোমবার, পানছড়ি সেনা জোনের একটি সেনা দল ২ নং চেঙ্গী ইউনিয়নের জগপাড়া গ্রামে হানা দিয়ে ১৪ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে মারধর করে। সেনা সদস্যরা ভোর ৫ টার দিকে সারা গ্রাম ঘিরে ফেলে, বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালায়, বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে, অনিল চন্দ্র চাকমার বাড়ি থেকে মূল্যবান বইপত্র লুট করে নিয়ে যায়। শারীরিকভাবে নির্যাতিতদের মধ্যে অনেকে গুরুতর জখম হয়েছেন।

হামলায় নেতৃত্ব দেয় পানছড়ি সদর জোনের সহকারী জোন কমান্ডার মোনাজের আলী, মেজর জিয়াদ, ক্যাপ্টেন তসলিম ও লেফটান্যান্ট সালাউদ্দীন। সেনা দলের সদস্য সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১০০ জন।

কি কারণে সেনারা নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে তা সেনা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে ইউপিডিএফ এর সদস্যদের গ্রেফতার করার জন্য এই তল্লাশী অভিযান চালানো হতে পারে।

যারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তারা হলেন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য অনিল চন্দ্র চাকমা (২৬) পিতা জুরান্যা চাকমা, শান্তিপ্রিয় চাকমা (২০) পিতা মৃত বিজ্ঞিংগ্যা চাকমা, দুর্যধন চাকমা (১৮) পিতা যাঙ্গো আলী চাকমা, মরত স' চাকমা (২৫) পিতা হাবি রঞ্জন চাকমা, জীবন চাকমা (১৬) পিতা বল্লা চাকমা, ধজারা চাকমা (৪৫) পিতা মেরা চাকমা, বান্দজ্যা চাকমা (২৮) পিতা মৃত রাঙ্গুমনি চাকমা, সত্য মনি চাকমা (২৫) পিতা অরি দেব চাকমা, সাধন চন্দ্র চাকমা (৪০) পিতা জ্ঞানেন্দ্র চাকমা, গামা চাকমা (৫০) পিতা মৃত তীর্থ কুমার চাকমা, ধনেশ্বর চাকমা (২৪) পিতা রমণী কুমার চাকমা, আপন দুলাল চাকমা (৪০) পিতা পেরী মোহন চাকমা, গুল পেদা চাকমা (২৫) সেবাব্রত চাকমা এবং বিন্দু কুমার চাকমা (৩০) পিতা ফুল কমল চাকমা।

ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত বিকাশ খীসা ৯ নভেম্বর সংবাদ পত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে সেনাবাহিনীর এই বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি উক্ত ঘটনাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসন জারি থাকার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের প্রায় ৭ বছর পূর্ণ হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেনা দমন-পীড়ন পূর্বের মতো অব্যাহত রয়েছে।

বিবৃতিতে তিনি জগপাড়ায় নিরীহ গ্রামবাসীদের মারধর ও বাড়িঘর তছনছ করার ঘটনার তদন্ত ও দোষী সেনা অফিসারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান।

লক্ষীছড়িতে পিসিপি নেতা সুপারজ্যোতি চাকমার বাবা অপহৃত, প্রবল প্রতিবাদ: পরে মুক্তি

গত ৯ নভেম্বর ২০০৪ জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নেতা সুপার জ্যোতি চাকমার বাবা ও বর্মাছড়ি ইউনিয়নের প্রাক্তন মেম্বার গুলমনি চাকমাসহ ছয়জনকে লক্ষীছড়ি উপজেলার পেক্ষুয়াপাড়া গ্রাম থেকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অস্ত্রধারীরা গুলমনি চাকমা ছাড়া বাকিদের ঐদিনই ছেড়ে দেয়।

অপহরণের প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ১০ নভেম্বর ঢাকায় এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত বিকাশ খীসা এক বিবৃতিতে এই অপহরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি মিঠুন চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক অলকেশ চাকমা চট্টগ্রাম থেকে ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন।

প্রবল প্রতিবাদের মুখে তাকে পরে ছেড়ে দেয়া হয়। জেএসএস এর অস্ত্রধারীরা কয়েক মাস আগে যখন লক্ষীছড়িতে সাধারণ জনগণের ওপর চরম অত্যাচার চালায় তখন গুলমনি চাকমাকে দীর্ঘ দুই মাস পালিয়ে থাকতে হয়েছিল। ঐ সময় জেএসএস এর অস্ত্রধারী সদস্যরা তাকে তাদের সাথে দেখা করতে ও তার ছেলে সুপার জ্যোতি চাকমাকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। এই ভয়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গা ঢাকা দেন। পরে ইউপিডিএফ ও গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করলে জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা পালিয়ে যায় এবং তিনি বাড়িতে ফিরে যান। কিন্তু কিছু দিন আগে জেএসএস এর সদস্যরা হঠাৎ করে আবার ঐ এলাকায় এসে তাকে নিজ গ্রাম থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

লক্ষীছড়িতে জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যদের আক্রমণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

সাম্প্রতিককালে জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্য কর্তৃক লক্ষীছড়ির বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ জনগণের ওপর আক্রমণ ও অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিবাদে সাধারণ জনগণ লক্ষীছড়ি থানা সদরে এক স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। ১২ নভেম্বর এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নীলবর্ণ চাকমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মুরুব্বী স্নেহ কুমার চাকমা, অসীম চাকমা, বর্মাছড়ি ইউপি মেম্বার চিংথোই মারমা, ইউপি মেম্বার স্বপন কুমার চাকমা, লক্ষীধন চাকমা, রামেন্দ্র চাকমা ও মোহিনী মোহন চাকমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, গত এপ্রিল মাস থেকে এক নাগারে চার মাস লক্ষীছড়ি এলাকার জনগণের ওপর জেএসএস-এর সশস্ত্র ব্যক্তিরা সাধারণ জনগণের ওপর হামলা চালিয়ে ও মুক্তিপণ আদায় করে এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। পরে এলাকার জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে ইউপিডিএফ এর নেতৃত্বে তাদের তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা আবার অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে লক্ষীছড়িতে অবস্থান করছে। এ পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান। বার্তা - রথীন্দ্র চাকমা।

জেএসএস সদস্য কর্তৃক লুটপাট ও মারধর

পানছড়ি প্রতিনিধিঃ গত ১৭ অক্টোবর রবিবার রাত ৯টার দিকে জনসংহতি সমিতির সদস্যরা খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার ২ নং চেঙ্গী ইউনিয়নের মনিপুর গ্রামের ৩টি দোকানে ব্যাপক লুটপাট চালায় ও দোকানের মালিকদের মারধর করে।

সন্ত্রাসীরা আলো বিকাশ চাকমা (৩০) পিতা কানেক্স চাকমার কাছ থেকে ৫,০০০ টাকা; মন্ত্রী চাকমা (৩০) পিতা বিমল চন্দ্র চাকমার কাছ থেকে ২,০০০ টাকা ও নুওবি চাকমা (৬০) স্বামী বদন চন্দ্র চাকমার কাছ থেকে ১,৫০০ টাকা অস্ত্রের মুখে কেড়ে নেয়। শুধু তাই নয়, সন্ত্রাসীরা এই তিন দোকানদারদের ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতনও চালায়।

উল্লেখ্য, সরকারের কাছে আত্মসমর্পনের পর জনসংহতি সমিতি জনগণের ওপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে। অতীতে যারা এক সময় জেএসএস-কে বিরোধীতা করেছিল আজ তারাই জেএসএস এর পরম বন্ধু। জেএসএস এখন সুযোগ সন্ধানী ও ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারকারীদের দলে পরিণত হয়েছে। এর ফলে জেএসএস এর অনেক ত্যাগী পুরোন কর্মি দল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। জেএসএস-এ এখন তাদের কোন দাম নেই।

লক্ষীছড়িতে আবারো জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যদের হামলা, লুটপাট ও নির্যাতন

লক্ষীছড়ি প্রতিনিধিঃ গত ৮ নভেম্বর দুপুর ১২টার দিকে কুখ্যাত পূর্ণাঙ্গ চাকমার নেতৃত্বে জেএসএস-এর ৩০ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলার দুল্যাতলি ইউনিয়নের বান্দরকাবা গ্রামে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালে অতর্কিত হানা দেয়। তারা বেদক্যা চাকমা পিতা জগদীশ চাকমাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তিনি কোন রকম পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচে যান। সন্ত্রাসীরা এরপর অনুষ্ঠানে আগতদের ঘিরে ফেলে ও তাদের ওপর গণহারে নির্যাতন চালায় ও তাদের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। মোট ৩০ জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। তারা হলেন, বাবু মোহন চাকমা (পিতা চন্দ্রসেন চাকমা) ও তার তিন ছেলে সুরসেন চাকমা, বীরসেন চাকমা ও বৃষ সেন চাকমা; কলিন বিহারী চাকমা (পিতা করুণা মোহন চাকমা) ও তার তিন ছেলে রবি সুন্দর চাকমা, লক্ষী সুন্দর চাকমা ও বিন্যা সুন্দর চাকমা; নিশি কুমার চাকমার তিন ছেলে কেগেরা চাকমা, কালা পুনা চাকমা ও রাঙ্গাচেলা চাকমা; শশী কুমার চাকমার দুই ছেলে সবিরণ চাকমা ও রূপায়ন চাকমা; উত্তরা চাকমার চার ছেলে কালা মোহন চাকমা, বুটরু মোহন চাকমা, বিমল্যা চাকমা ও এরেয়্যা চাকমা; উল্টা মোহন চাকমার দুই ছেলে শুক্রমনি চাকমা ও কালাচোগা চাকমা; শুক্র কুমার চাকমা পিতা ধংগু চাকমা, সাধন্যা চাকমা পিতা শুক্র কুমার চাকমা, নতুন মোহন চাকমা পিতা ধংগু চাকমা, কৃপা মোহন চাকমা পিতা নিরা কুমার চাকমা, মংগু চাকমা পিতা কৃষ্ণ মোহন চাকমা, খেড়া চাকমা পিতা এরেশিং চাকমা, জুল্যা চাকমা পিতা বাঁশী মোহন চাকমা, পুলিন কুমার চাকমা পিতা ধংগু চাকমা, বক্কা চাকমা পিতা বাত্যা চাকমা, শান্তি লাল চাকমা পিতা অজ্ঞাত ও মনো মোহন চাকমা পিতা কৃপামনি চাকমা।

জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যদের এইসব অপকর্মের বিরুদ্ধে জনগণের সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে উঠলে তারা বর্তমানে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

নান্যাচর সংবাদ

হাতে গাদা বন্দুক তুলে দিয়ে নিরীহ ব্যক্তিকে ফাঁসানের চেষ্টা

গত ২৬ সেপ্টেম্বর নান্যাচরের মাকন পাড়ায় হাবিলদার মোঃ জসিমের নেতৃত্বে ১০-১২ জনের একটি সেনাদল রাত আনুমানিক ৩:১৫টায় পুতুল সেন চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে। সেনারা কাঁধে করে ক্যাম্প থেকে একটি গাদা বন্দুক নিয়ে গিয়ে সেটি তার হাতে ধরিয়ে দেয়। এরপর তাকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে অস্ত্র আইনে ফাঁসানোর চেষ্টা চালায়। এলাকার লোকজন এর প্রতিবাদ করলে সেনাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

লোকজনের ধারণা, ঐ সেনা কমান্ডার প্রমোশন পাওয়ার আশা নিয়ে এভাবে একজন নিরীহ গ্রামবাসীকে ফাঁসানোর পরিকল্পনা করে থাকতে পারে। ইদানিং কতিপয় উচ্চাভিলাষী সেনা কমান্ডার নিরীহ লোকজনকে ধরে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা ঝুলিয়ে দিচ্ছে। "সন্ত্রাসী" ধরতে পারলে নাকি তাদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনী যথেষ্ট দুর্নীতি পরায়ণ হয়ে পড়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

সেনা অপারেশনের নামে জনমনে ভীতি সৃষ্টি

গত ২৮ সেপ্টেম্বর নান্যাচর জোন ও বুড়িঘাট সেনাক্যাম্প থেকে সেনা সদস্যরা একযোগে সারেক্ষাং পাড়া, সাপমারা ও গর্জনতুলিতে অপারেশন চালায়। সেনাদের ঘন ঘন অপারেশনের ফলে এসব গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয় ও তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

মদের আসরে জেএসএস সদস্য ও সরকারী কর্মকর্তা

গত ৭ অক্টোবর রাত ৮টার দিকে নান্যাচর বাজারে সোনামনি চাকমার বাড়িতে জেএসএস সদস্য অমরসিংহ চাকমা, সুমন্ত চাকমা, থানার সেকেন্ড অফিসার সজল বড়ুয়া ও থানার অফিস স্টাফ নিখিল নাথ মদের আসর বসায়। বাড়ির মালিকও এতে যোগ দেয়। অতিরিক্ত মদ্য পানের ফলে এক পর্যায়ে তারা সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়ে। সজল বড়ুয়া ও নিখিল নাথকে গভীর রাতে ধরাধরি করে বাড়ি পৌঁছে দিতে হয়।

জানা গেছে, এই মদের আসরে তাদের মধ্যে ইউপিডিএফ-কে বেকায়দায় ফেলার কৌশল নিয়েও আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

অস্ত্রসহ জেএসএস কর্মি আটক, পরে ক্যাম্প থেকে মুক্তি

গত ৯ অক্টোবর রাত ২টার দিকে ৪৮ জনের একটি সেনাদল নান্যাচর বাজারে প্রলাদ চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে। সেখানে সেনারা একটি এলজি ও দুটি তাজা গুলিসহ জেএসএস সদস্য অমরসিংহ চাকমা, প্রলাদ চাকমা ও সুমন্ত চাকমাকে আটক করে। তাদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলেও পরদিন ছেড়ে দেয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলাও দায়ের করা হয়নি।

অন্যান্য এলাকার মতো নান্যাচরেও সেনাবাহিনী ও জেএসএস সদস্যদের মধ্যে গভীর সখ্যতা রয়েছে। এর আগেও বেশ কয়েকজন জেএসএস সদস্য হাতে নাতে অস্ত্রসহ ধরা পড়লেও সেনা সদস্যরা তাদেরকে ছেড়ে দেয়। গত ১৫ নভেম্বর নান্যাচর বাজারে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও জেএসএস সদস্যরা ইউপিডিএফ -এর নেতা কর্মিদের ওপর হামলা চালায় ও মারধর করে।

জেএসএস জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর সরকার এখন তাকে রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অতীতে বরাবরই দেখা গেছে যারা জনগণের শত্রু তাদেরকেই সরকার ও সেনারা লালন পালন করেছে ও আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে। দাজ্যা কুরন্যা থেকে শুরু করে কুখ্যাত দালাল সমীরণ দেওয়ানরাই হলো সেনাদের একান্ত প্রিয়জন। সমাজের দাগী আসামী ও বখাটে ছেলেদের নিয়েই সেনাবাহিনী ১৯৯৫

৩য় পাতায় দেখুন